গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এনআইএস, এপিএ ও সুশাসন শাখা
www.rthd.gov.bd

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ	:	৩০ মার্চ, ২০২৩
সময়	:	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান	:	বিআরটিএ-এর সম্মেলন কক্ষ, তেজগাঁও, ঢাকা
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব এ, কে, এম শামীম আক্তার স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে এ বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে উপস্থাপনের জন্য এ বিভাগের উপসচিব জনাব মনিরুল আলম কে অনুরোধ জানান। তিনি জানান, ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ বিভাগে ২৩৪টি অভিযোগ প্রাপ্তির বিপরীতে ২৩৩টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে নিষ্পত্তির হার ৯৯.৫৭%। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির আওতায় ২৬টি সেবা দেয়া হয়। বর্তমানে উল্লিখিত সকল সেবা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগের তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার আওতায় সকল প্রাপ্ত আবেদন ও আপিল আবেদন ফেব্রুয়ারি/২০২৩ পর্যন্ত শতভাগ নিষ্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত উপস্থাপনার পর জনাব শ্যামল রায়, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক-কে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান সহজীকরণ বিষয়ক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। উক্ত প্রেজেন্টেশন শেষে জনাব ফারুক আহমেদ, সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি:), বিআরটিএ গাড়ীর নাম্বার প্লেট প্রদান সহজীকরণ ও রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডিন্টিফিকেশন ট্যাগ বিষয়ক পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। অতঃপর সভাপতি বিআরটিএ-র গ্রাহক সেবার মানবৃদ্ধি ও কার্যক্রম গতিশীল করা এবং আসন্ন ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করার বিষয়ে উপস্থিত অংশীজনের মতামত প্রদানের আহবান করেন।

২.১ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ) সভায় বলেন, আরএফআইডি ট্যাগ ও ডিজিটাল নাম্বার প্লেট দু'টিই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের সুফল। আরএফআইডি ট্যাগ ও ডিজিটাল নাম্বার প্লেট সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিস থেকে সংগ্রহের জন্য গ্রাহকদের এসএমএস দেয়া হয়, কিন্তু সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে প্রায় ১৪% গ্রাহক উক্ত ট্যাগ সংগ্রহ করেননি। আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন না করার অন্যতম কারণ হলো ঢাকা মেট্রো রেজিস্ট্রেশনকৃত গাড়িগুলো ঢাকার বাইরে চলে গেলে পরবর্তীতে সময় ও অর্থের কারণে ঢাকায় এসে আরএফআইডি ট্যাগ ও ডিজিটাল নাম্বার প্লেট সংযোজন করতে আগ্রহী হয় না। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিআরটিএ'র যে কোন সার্কেল অফিস হতে আরএফআইডি ট্যাগ ও নাম্বার প্লেট সংযোজনের জন্য বর্তমানে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

২.২ বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ) এর প্রতিনিধি লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অবঃ) মোঃ মাহমুদ রেজা বলেন, বিআরটিএ-র প্রতিটি সার্কেল অফিসে বিএমটিএফ এর প্রতিনিধি রয়েছে। আরএফআইডি ও নাম্বার প্লেট সংযোজন বা নষ্ট আরএফআইডি ও নাম্বার প্লেট প্রতিস্থাপনের জন্য কোন গ্রাহক সার্কেল অফিসে গেলে সংশ্লিষ্ট বিএমটিএফ প্রতিনিধি তা সংযোজন/প্রতিস্থাপন করে থাকেন। মোটরযানের ক্ষেত্রে উইন্ডশিল্ড গ্লাসে এবং মোটর সাইকেলের ক্ষেত্রে নাম্বার প্লেটে আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন করা হয় বলে তিনি সভায় অবহিত করেন। বর্তমানে ব্যবহৃত আরএফআইডি ট্যাগ আশানুরূপ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এর স্থায়ীত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে সভাপতি আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের জন্য ভালো মানের গ্লু ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরএফআইডি ট্যাগ যানবাহনের দৃশ্যমান অংশে স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের বিষয়টি অধিকতর ফলপ্রসু করার জন্য সভায় উপস্থিত অংশীজনদের কার্যকর মতামত প্রদানের অনুরোধ করেন।

২.৩ জনাব শাকিল আহমেদ, উপসচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ সভায় বলেন, সম্প্রতি প্রতিবেশি দেশ ভারতের শিলিগুড়ি সফরকালে তিনি লক্ষ্য করেন, সেখানে সড়কে চলাচলরত সকল গাড়িতে আরএফআইডি ট্যাগ রয়েছে এবং টোল প্লাজায় অটোমেটিক টোল সংগ্রহ হচ্ছে। যার ফলে বিভিন্ন টোল প্লাজায় যানজট সৃষ্টি হয়না। আমাদের দেশেও অনুরূপ যানজট কমানোর লক্ষ্যে দেশের সকল গাড়ীতে শতভাগ আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

২.৩.১ এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ বলেন, বিদ্যমান ১২টি আরএফআইডি স্টেশনের সাথে ঢাকা শহরের প্রবেশ পথ-নির্গমন পথগুলো চিহ্নিত করে আরও ১২টি আরএফআইডি স্টেশন আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে এবং সে লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত স্টেশনসমূহ স্থাপন করা হলে মোটরযানের গতিবিধি নির্ণয় করা আরও সহজ হবে।

২.৪ নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ সভায় বলেন, আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন সহজীকরণের ক্ষেত্রে আরএফআইডি এর বিকল্প হিসেবে বারকোড সংযোজন করার বিষয়টি যাচাই করা যেতে পারে।

২.৫ জনাব শ্যামল রায়, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন, বারকোডের ক্ষেত্রে গাড়ী থামিয়ে বারকোড read করতে হয় যার ফলে সড়কে যানজট সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আরএফআইডি ট্যাগের ক্ষেত্রে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি জেনারেট হয় এবং অটোমেটিক্যালি গাড়ীর তথ্যাদি read হওয়ার করণে যানজট সৃষ্টি হয় না। তিনি আরও বলেন, বারকোড নকল করা যায় কিন্তু আরএফআইডি ট্যাগ নকল করা সম্ভব নয়। তাই আরএফআইডি ট্যাগের সাময়িক বিকল্প হিসেবে বারকোড ব্যবহার আশানুরূপ সুফল বয়ে আনবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, আরএফআইডি ট্যাগ স্থাপন করার জন্য খুব সাধারণ যন্ত্রপাতি/ডিভাইস প্রয়োজন হওয়ায় কম সময় এবং সহজে এ ট্যাগ স্থাপন করা সম্ভব। আগে থেকেই নাম্বার প্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুত রাখলে নতুন গাড়ি রেজিস্ট্রেশনের সাথে সাথেই নাম্বার প্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন সহজ হবে এবং এ সংক্রান্ত দীর্ঘসূত্রিতা কেটে যাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

২.৬ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বলেন, আরএফআইডি ট্যাগ যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য মোটরসাইকেলের অনুরূপ গাড়ীর নাম্বার প্লেটের সাথে আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন করা যেতে পারে।

২.৭ জনাব খালিদ মাহমুদ, পরিচালক (রোড সেফটি প্রোগ্রাম), ব্র্যাক সভায় বলেন, পর্যাপ্ত পরিমান আরএফআইডি ট্যাগ সরবরাহ এবং সংযোজনের আউটলেট স্থাপনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারলে বর্ণিত সেবা সহজীকরণ করা সম্ভব হবে।

২.৭.১ আরএফআইডি ট্যাগ ছাড়া কোন গাড়ী রাস্তায় চলতে পারবে না উল্লেখ করে সভাপতি আরএফআইডি ট্যাগ প্রদান সহজীকরনের লক্ষ্যে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায়, এ বিষয়ে একটি সুপারিশমালা প্রণয়নের অনুরোধ করেন।

২.৭.২ এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এ লক্ষ্যে দু'টি সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে সভাপতির সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথমতঃ তাৎক্ষণিকভাবে বিআরটিএ'র সকল সার্কেল অফিস থেকে আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন। দ্বিতীয়টি হলো পর্যায়ক্রমে অগ্রীম আরএফআইডি এবং নাম্বার প্লেট প্রিন্ট করার বিষয়ে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, যাতে গ্রাহক একবারে রেজিস্ট্রেশনের সাথে সাথেই ট্যাগ ও নম্বর প্লেট সংযোজন করতে পারে।

২.৮ জনাব আহসানুল কবির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ বাস, ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি সভায় বলেন, আরএফআইডি ট্যাগের সুবিধাসমূহ ব্যাপক প্রচার ও তা অবহিত করা প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করেন।

২.৯ জনাব মোজ্জামেল হক চৌধুরী, মহাসচিব, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি সভায় বলেন, আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের মাধ্যমে যানজট লাঘব হলে গাড়ীর মালিকরা আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনে আগ্রহী হবেন।

২.৯.১ এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন, আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের ০৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে অকেজো/নষ্ট হলে নতুন ট্যাগ লাগানোর ক্ষেত্রে কোন ফি লাগবে না কিন্তু তৎপরবর্তীতে নষ্ট হলে ফি দিতে হবে। উভয়ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিকভাবে বিকাশ/রকেট/অন্যান্য অনলাইন মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ফি পরিশোধের পর সাথে সাথে ট্যাগ প্রিন্ট করে সেটি সংযোজন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন।

২.১০ নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়নগঞ্জ সড়ক বিভাগ সভায় বলেন, মেঘনা গোমতী টোল-প্লাজায় ম্যানুয়ালি টোল সংগ্রহের কারণে প্রায় দীর্ঘক্ষন যানজট তৈরি হয়। তিনি গাড়ীর ফিটনেস নবায়নের সময় গাড়ীগুলোতে আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের প্রস্তাব করেন।

২.১০.১ সভাপতি, আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন সহজীকরনের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব এ কে এম শামীম আক্তার কে আহ্বায়ক করে বিআরটিএ, পুলিশ বিভাগ, বিএমটিএফ ও সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি নিয়ে কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, আরএফআইডি ট্যাগ কার্যকর করতে পারলে পরিবহন সেক্টরে অনেক শৃঙ্খলা আসবে। এ প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ বলেন, কমিটি ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানের সাথে বসে আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন সহজীকরণ কর্মপরিকল্পনা পেশ করবেন।

২.১১ জনাব দেবাশীষ কুমার দাশ, পরিচালক, প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় সভায় বলেন, সারা দেশে আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের বিষয়টি ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৬৪টি বিআরটিএ সার্কেল অফিসের পাশাপাশি টেম্পোরারি স্টেশন স্থাপন করে সম্পন্ন করা যেতে পারে। প্রয়োজনে শুক্র ও শনিবার ছুটির দিনসহ কাজ করা যেতে পারে। সভাপতি গঠিত কমিটিকে বিষয়টি বিবেচনা করার নির্দেশনা দেন।

২.১১.১ সভাপতি বলেন, আসন্ন ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে যানজট নিরসন কল্পে সকল অংশীজন নিয়ে একটি সভা করা হবে। উক্ত সভায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ বিষয়ে নির্দেশনা দিবেন। তিনি সভার বিবিধ আলোচনায় আসন্ন ঈদে যানজটপূর্ণ বিশেষ বিশেষ পয়েন্টগুলোতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে যানজট নিরসন হবে, সে বিষয়ে মতামত/পরামর্শ প্রদানের অনুরোধ করেন।

২.১২ এ প্রসঙ্গে জনাব আহসানুল কবির, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি সভায় বলেন, চন্দ্রা থেকে এলেঙ্গা পর্যন্ত ৫১ কি.মি. মহাসড়ক ৪ লেন রয়েছে এবং পরবর্তীতে এলেঙ্গা থেকে বঙ্গবন্ধু সেতু পর্যন্ত ২৪ কি.মি. মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরনের কার্যক্রম চলমান আছে। এই মহাসড়কে গাড়ীগুলো যাতে ওভারটেকিং করতে গিয়ে যানজট সৃষ্টি না করে এ জন্য রাস্তার মাঝখানে ডিভাইডার বসানোর অনুরোধ করেন। এছাড়া তিনি যানজটপূর্ন বিভিন্ন পয়েন্ট যেমন- হাটিকামরুল, চান্দাইকোনা, বগুড়ার জাহাঙ্গীরাবাদ, কাঁচপুর, মদনপুর এলাকায় যানজট নিরসনে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। তিনি বলেন, পদ্মা সেতুতে ম্যানুয়ালি টোল সংগ্রহের ফলে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। আব্দুল্লাহপুর ব্রিজ, চেঙ্গোরা ব্রিজ, ডেমরা এবং সুলতানা কামাল ব্রিজ যানজট নিরসনে ব্যবস্থাগ্রহণ করতে হবে। তিনি মদনপুর থেকে কাঁচপুর এবং চান্দিনায় যানজট নিরসনে রাস্তার দুই পাশের অবৈধ দোকান-পাট উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন।

২.১৩ জনাব মাহবুবুর রহমান, ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ সভায় বলেন আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে যানজট নিরসনে স্থানীয় জেলা পুলিশ, জেলা প্রশাসন, বিআরটিএ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সকলকে সম্পৃক্ত করে আগে থেকে কাজ করতে পারলে ঈদ যাত্রা যানজট মুক্ত হবে বলে আশা করা যায়। ঈদ যাত্রার সময় যানজট প্রবণ এলাকায় বিকল্প/ অস্থায়ী টয়লেট নির্মাণ করে যাত্রী সাধারণদের সেবা প্রদান করা যেতে পারে। বিশেষ করে এলেঙ্গা-বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় এটি প্রয়োজন হতে পারে। তিনি আরো বলেন, পরিবহন মালিক সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশনের সাথে অনেকগুলো সভার মাধ্যমে মহাসড়কের কিছু গ্রে-এরিয়া স্পষ্ট করা হয়েছে। যেমন, মহাসড়কের পাশে তেল চুরি বন্ধ, ১৮ টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে।

২.১৪ জনাব খালিদ মাহমুদ, পরিচালক, রোড সেফটি প্রোগ্রাম, ব্র্যাক সভায় বলেন, হাইওয়ে পুলিশের পাশাপাশি সকল জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি ও উপজেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটি আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে সভা করে প্রয়োজনীয় কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকর করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে।

২.১৫ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বিআরটি সভায় বলেন, আব্দুল্লাহপুর/বিমানবন্দর- চৌরাস্তা সড়কে যানজট নিরসনে ঢাকা বিআরটিতে একটি সভা এবং মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় পুলিশের পরামর্শ অনুযায়ী যানজট নিরসণে ইতোমধ্যে কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে বিগত বছরের ঈদ যাত্রা তুলনায় এবারের ঈদ যাত্রা আরামদায়ক হবে। ঈদ যাত্রার অন্যতম সমস্যা হয় রমজানের শেষের দিকে লক্ষ লক্ষ গার্মেন্টসকর্মী একসাথে ঈদের ছুটিতে বাড়িতে যাওয়া। এ বিষয়ে বিজেএমই অনুরোধ করেছে যে শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে এলাকা/দিন ভিত্তিক ছুটির তালিকা করে দিলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ সহজ হবে।

২.১৫.১ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সভায় বলেন, জয়দেবপুর, টঙ্গী ও চন্দ্রা (বিআরটি করিডোর) নিয়ে আলাদাভাবে মিটিং করা হয়েছে। এখানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু রয়েছে। একটি হচ্ছে বৃষ্টি হলে যানজট সৃষ্টি হবে। অন্যটি হচ্ছে গার্মেন্টস শ্রমিকদের পর্যায়ক্রমে ছুটি প্রদান। গার্মেন্টস শ্রমিকদের ছুটির বিষয়ে শিল্প পুলিশের বড় ভূমিকা রয়েছে। এক্ষেত্রে হাইওয়ে পুলিশ ও শিল্প পুলিশ মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করলে যানজট নিরসনে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে। ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্নে করার লক্ষ্যে হাইওয়ে পুলিশ, শিল্প পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসন - বিজিএমই এর সাথে সমন্বয় করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ছুটির সিডিউল তৈরি করতে পারে।

২.১৬ সৈয়দ ফারহানা কাউনাইন, যুগ্মসচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সভায় বলেন স্থানীয়ভাবে জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, শিল্প পুলিশ এবং অন্যান্য স্টোক হোল্ডার নিজেরাই আগে থেকে ছুটির তালিকা প্রণয়ন করতে পারে।

২.১৭ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ বলেন, গত ২৩ মার্চ ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে এ বিভাগের সচিব এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পবিত্র রমজান ও ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সড়কের যান চলাচল রাখা সংক্রান্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা মহানগর ও ঢাকার আশেপাশের জেলা সড়কের ৩৮টি এলাকা চিহ্নিত করে কর্মপরিকল্পনা সড়ক পরিবহন মহাসড়ক বিভাগের প্রেরণ করা হয়েছে।

২.১৮ জনাব হেমায়েত উদ্দিন, উপ-পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) সভায় বলেন, ৩৮ টি স্পটের মধ্যে ঢাকা মহানগরীর ১৯ টি স্পট, গাজীপুর জেলার ০৬ টি, ঢাকা জেলার ০৪ টি (মহানগরীর বাইরে), নারায়নগঞ্জ জেলার ০৪ টি, মানিকগঞ্জ জেলার ০১টি, ফরিদপুর জেলার ০১ টি, মাদারীপুর জেলার ০১ টি, মুন্সিগঞ্জ জেলার ০১টি ও শরিয়তপুর জেলার ০১টি রয়েছে।

২.১৮.১ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সভায় বলেন, গাজীপুরের স্পটগুলোর বিষয়ে ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। নারায়নগঞ্জে মেঘনা-গোমতি টোল প্লাজায় বুথের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশ সমন্বয়পূর্বক মনিটরিং করতে হবে। যানজট নিরসনে অনাকাঙ্ক্ষিত পার্কিং, অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ করতে হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে) এর টোল প্লাজায় বুথের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। বুথের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য সেতু কর্তৃপক্ষ ও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করতে হবে। তিনি বলেন, ঢাকা-আরিচা, বাইপাইল-চন্দ্রা রুটে যত্রতত্র গাড়ী পার্কিং করা যাবে না, একটি লাইনে পার্কিং থাকবে এবং কাউন্টারগুলো রাস্তার পাশ থেকে সরিয়ে নিতে হবে।

২.১৮.২ সভাপতি বলেন, যাতে টোল প্লাজায় কোন যানজট সৃষ্টি না হয়। তিনি পুলিশের পাশাপাশি এনজিও কর্মীদেরও রাস্তায় থাকার অনুরোধ করেন। প্রয়োজনে জেলা প্রশাসন ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করতে পারে।

২.১৯ জনাব মাহবুবুর রহমান, ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ সভায় বলেন, ঈদের আগে গার্মেন্টস শ্রমিকদের টেম্পুতে করে ফিডার সার্ভিস দেওয়ার জন্য লাইন ধরে টেম্পু গুলো দাঁড়িয়ে থাকে, ফলে যানজট তৈরি হয়। রাস্তা ক্লিয়ার রাখার ব্যাপারে হাইওয়ে পুলিশ কাজ করছে। টোল প্লাজায় গাড়ির চাপ বেশি হলে কখনো কখনো সার্ভার ডাউন হয়ে যায়, ফলে যানজট সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে তিনি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

২.১৯.১ সভাপতি টোল প্লাজায় যেন কখনো সার্ভার ডাউন না হয় এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান সিএনএস এর সাথে মিটিং করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২.২০ মেজর জিয়া, টোল অপারেটর প্রতিনিধি সভায় বলেন, সাধারনত টোল প্লাজায় সার্ভার ডাউন হয় না ধীরগতির হতে পারে। বিষয়টি সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যানজট নিরসন করা যেতে পারে। টোল প্লাজার চেয়ে মোগড়া পাড়া ইন্টার সেকশনে যানজট বেশি দেখা যায়।

২.২১ চেয়ারম্যান বিআরটিএ সভায় বলেন, হাইওয়ে পুলিশের রেকারের পাশাপাশি যানজট নিরসনে মোটরসাইকেল মনিটরিং টিম বৃদ্ধি করতে হবে। টোল প্লাজায় ভাংতি টাকা রাখার বিষয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২.২২ জনাব মোঃ আবু নাসের, উপসচিব, সড়ক পরিবহন মহাসড়ক বিভাগ সভায় বলেন, জরুরি প্রয়োজনে বিআরটিসি বাস সার্ভিস চালু রাখতে হবে। ঈদের ০৭ দিন আগে থেকে সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলো ২৪ ঘন্টা খোলা রাখার জন্য জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। পাশাপাশি ঈদের পূর্বে ও পরবর্তী ৩ দিন করে কাঁচামাল ব্যতিত ট্রাক পরিবহন বন্ধ রাখা যেতে পারে।

২.২৩ জনাব সুলতানা ইয়াসমীন, যুগ্মসচিব সড়ক পরিবহন মহাসড়ক বিভাগ সভায় বলেন, সাসেক প্রকল্পের অধীনে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কের ৪ লেন এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঈদ যাত্রা উপলক্ষ্যে ঠিকাদারদের রাস্তায় ফেলে রাখা মালামাল সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বলেন, আগামী ৭ দিনের মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সাসেকসহ অন্যান্য বড় বড় প্রকল্পের ঠিকাদারদের ঈদ উপলক্ষ্যে যানজট নিরসনে কর্ম-পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সভায় যানজট নিরসনের পরিকল্পনা পেশ করতে হবে।

২.২৪ পরিশেষে সভাপতি বলেন, ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, বিষয়টি ব্যাপক প্রচারের জন্য উপস্থিত অংশীজনদের অনুরোধ করেন। আরএফআইডি ট্যাগ প্রদান সহজীকরণ সংক্রান্ত কমিটি ছুটির দিন বাদ দিয়ে ০৭ দিনের মধ্যে কর্ম-পরিকল্পনা দাখিল করবেন। আসন্ন ঈদ উপলক্ষ্যে সকল জেলা আরটিসি ০১ সপ্তাহের মধ্যে মিটিং করেছে কিনা আগামী ০৩/০৪/২০২৩ তারিখের মধ্যে বিআরটিএ-র জেলা সার্কেল অফিসের সকল সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিঃ) লিখিতভাবে কর্ম-পরিকল্পনাসহ জানাবেন। সভা না হলে কারণ ব্যাখ্যাপূর্বক সেটিও জানাতে হবে। বিআরটিএ বিষয়টি নিশ্চিত করবে। সকল অংশীজন সড়কে থাকলে ঈদ যাত্রা সুশৃঙ্খল হবে মর্মে প্রত্যাশা করেন।

৩.০ সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	ড্রাইভিং লাইসেন্স সহজীকরণের বিষয়টি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
২.	অবিলম্বে বিআরটিএ'র সকল সার্কেল অফিস থেকে আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৩.	আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন সহজীকরণের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব এ কে এম শামীম আক্তার-কে আহবায়ক করে বিআরটিএ, পুলিশ অধিদপ্তর, বিএমটিএফ, সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে। গঠিত কমিটি ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজন সহজীকরণ কর্ম-পরিকল্পনা/সুপারিশমালা পেশ করবেন।	উপসচিব, বিআরটিএ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৪.	ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে হাইওয়ে পুলিশ, শিল্প পুলিশ, স্থানীয় প্রশাসন - বিজিএমই এর সাথে সমন্বয় করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ছুটির সিডিউল তৈরি করতে হবে।	হাইওয়ে পুলিশ/শিল্প পুলিশ/বিজিএমইএ
৫.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক (ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে), পদ্মা সেতু এবং বঙ্গবন্ধু সেতু, নারায়নগঞ্জে মেঘনা-গোমতি সেতুসহ অন্যান্য টোল প্লাজায় বুথের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। টোল প্লাজায় বুথে পর্যাপ্ত ভাংতি টাকা রাখতে হবে, সার্ভার যাতে 'ডাউন' না হয় সেটি নিশ্চিত করাসহ মহাসড়ক ও টোল প্লাজা সচল রাখার সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশ সমন্বয়পূর্বক মনিটরিং করতে হবে।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ/জেলা প্রশাসন/জেলা পুলিশ/হাইওয়ে পুলিশ
৬.	যানজট নিরসনে অনাকাঙ্ক্ষিত পার্কিং, ধীর গতির যান মহাসড়কে চলাচল বন্ধসহ সড়কে অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ করতে হবে। মহাসড়কে হাইওয়ে পুলিশ মোটর সাইকেলের মাধ্যমেও পর্যাপ্ত মনিটরিং জোরদার করতে হবে। মহাসড়কে অচল গাড়ী দ্রুততম সময়ে অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	হাইওয়ে পুলিশ/শিল্প পুলিশ
৭.	এলেঙ্গা-বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় সুবিধাজনক ও প্রয়োজনীয় স্থানে বিকল্প/ অস্থায়ী টয়লেট নির্মাণ করে যাত্রী সাধারণদের সেবা প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসন, টাঙ্গাইল
৮.	ঈদের আগে ও পরের ৩ দিন পচনশীল দ্রব্য পরিবহন ব্যতিত অন্যান্য ট্রাক চালানো বন্ধ রাখা, ঈদের পূর্বের ০৭ দিন হতে সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলো ২৪ ঘন্টা খোলা রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৯.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন ঈদে যানজট নিরসন সংক্রান্ত সভায় সমগ্র দেশে যানজট নিরসনে সওজ অধিদপ্তরের পরিকল্পনা পেশ ও সমন্বয় করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
১০.	হাইওয়ের যানজট প্রবণ স্পটগুলো চিহ্নিত করে ঈদ যাত্রার যানজট নিরসনে সর্বাত্মক ব্যবস্থা নিতে হবে।	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসন/হাইওয়ে পুলিশ

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১১.	ঈদের পূর্বে ও পরে মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারে দ্রুতমত সময়ে যান পারাপারের বিষয়টি টোল আদায়কারী নিশ্চিৎ করবে। এ বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ সমন্বয় করবে। পাশাপাশি মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের নীচের করিডর হকারমুক্ত ও পার্কিংমুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ/ডিএমপি/টোল অপারেটর
১২.	ঢাকা-জয়দেবপুর মহাসড়কে সম্ভাব্য বৃষ্টিজনিত যানজটের বিষয়ে আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাম্প ও মালামাল মজুদ রাখতে হবে। গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন সড়ক সংলগ্ন ড্রেইন, খাল ইত্যাদি পরিস্কার রাখবে ও পানি প্রবাহ নিশ্চিত করবে। একই সাথে ফিডার সড়কে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে প্রধান সড়কে যান চলাচল যানজট মুক্তকরণে সহায়তা করবে। জিএমপি ও গাজীপুর জেলা পুলিশও ফিডার বা সংযোগ সড়কসমূহ যানজটমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন/জিএমপি/গাজীপুর জেলা পুলিশ

৪.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী)
সচিব

স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০৪৯.০৬.০২৫.২০-৫৪

তারিখ : ২৩ চৈত্র, ১৪২৯ / ০৫ এপ্রিল, ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সিনিয়র সচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. পুলিশ মহাপরিদর্শক, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সচিব, সেতু বিভাগ, সেতু ভবন, বনানী ঢাকা।
১২. সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৬. প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৭. পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ডিএমপি হেডকোয়ার্টার্স, মিন্টু রোড, রমনা, ঢাকা
১৮. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), বিআরটিএ সদর কার্যালয়, নতুন বিমান বন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা
২০. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), নগর ভবন, ঢাকা
২১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি), পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা
২২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গুলশান সেন্টার পয়েন্ট, গুলশান-২, ঢাকা
২৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ নগর ভবন, ঢাকা
২৪. অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, হাইওয়ে পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, শাহজালাল এভিনিউ, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা
২৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
২৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড, বাড়ী-৪, সড়ক-২১, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা
২৭. যুগ্মসচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২৮. অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
২৯. পরিচালক, এ্যাক্সিডেন্ট রিসার্স ইন্সটিটিউট (এআরআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা
৩০. জেলা প্রশাসক (সকল)

৩১. পুলিশ সুপার (সকল)
৩২. উপসচিব (কানেক্টিভিটি/বিআরটিএ/মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন শাখা), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩৩. চিফ একাউন্টস্ এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, হিসাব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
৩৪. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩৫. তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩৬. শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর/ডিএমটিসিএল/বিআরটিএ/ডিটিসিএ/বিআরটিসি/ঢাকা বিআরটি
৩৭. উপ-মহাপরিচালক (বার্তা), বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা
৩৮. উপ-মহাপরিচালক (বার্তা), বাংলাদেশ বেতার, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা
৩৯. প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এমআরটি লাইন-৬), প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা
৪০. প্রকল্প পরিচালক, গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর), বাড়ী-৪, সড়ক-২১, সেক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা
৪১. নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক, ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা (দৃঃআঃ প্রোগ্রাম ম্যানেজার)
৪২. সভাপতি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ী-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
৪৩. নির্বাহী পরিচালক, রোড সেফটি ফাউন্ডেশন, ৬৩/1 পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা
৪৪. জনাব ইলিয়াস কাঞ্চন, চেয়ারম্যান, নিরাপদ সড়ক চাই, ৭০ কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
৪৫. সভাপতি, জাতীয় প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড, ঢাকা
৪৬. সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় প্রেসক্লাব, তোপখানা রোড ঢাকা
৪৭. সভাপতি, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, সেগুন বাগিচা রোড, ঢাকা
৪৮. সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, সেগুন বাগিচা রোড, ঢাকা
৪৯. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৫০. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী সমিতি, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
৫১. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, সড়ক ও জনপথ ঠিকাদার সমিতি, সড়ক ভবন, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
৫২. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, রমনা, ঢাকা
৫৩. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৫৪. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান মালিক সমিতি, তেজগাঁও, ঢাকা
৫৫. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, গাবতলী/মহাখালী/সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ঢাকা
৫৬. চেয়ারম্যান/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, ২৫৭/ক বাগবাড়ি, গাবতলী, ঢাকা
৫৭. মহাসচিব, বাংলাদেশ কাভার্ডভ্যান-ট্রাক-প্রাইমমুভার পণ্যপরিবহন মালিক এসোসিয়েশন, তেজাগাঁও, ঢাকা
৫৮. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়ন রেজি. নং ২৪১৫, মহাখালী, ঢাকা
৫৯. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মহানগর সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজি. নং ২১৯৫, সায়েদাবাদ, ঢাকা
৬০. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা, সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন, রেজি. নং ৪৯৪, ৪৭ টয়নবী সার্কুলার রোড, ঢাকা
৬১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পাঠাও লিমিটেড, CWN (A) (6th Floor), রোড-৪৯, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, গুলশান মডেল টাউন, ঢাকা
৬২. মহাসচিব, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি, গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য) (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। একান্ত সচিব, মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রনালয় [মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
২। একান্ত সচিব, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ [সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
৩। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

৩/৪/২৩

মুহাম্মদ কামরুল হাসান
উপসচিব
ফোন : ২২৩৩৫৫৫২৮
E-mail: dsaudit@rthd.gov.bd